নূতন গান ও স্বরলিপি।

মিশ্র বিভাস —কাশ্মীরি খেমটা।

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে
ফুলবনে
তারি মধু কেন মন মধুপে
খাওয়াও না!
নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন
গাওয়াও না!
বিশ্বকমল ফোটে চরণ চুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায়
উন্মনে।
আমার চিত্ত কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য চাওয়া
চাওয়াও না!
আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে
তোমার বিরাম হারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে।
তেমনি করে সুধাসাগর সন্ধানে
আমার জীবন ধারা নিত্য কেন
ধাওয়াও না!
পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ।
(ওগো) তেমনি করে আমার হৃদয় ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ
পাওয়াও না!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

!! { স -র ম । -া -া -া I ধ -া ন । ধ প -া । গ র গ ।
নি • ত্য • তো মার যে ফু ল ফো টে ফু ল ব

। র -স -া } I -া -া -া । -া প প I -া -া -া । -া -া -া I
নে • • • • • • তা রি ম ধু • কে ন •

I মঃপঃ ধঃনঃ -া । ধ প -ধঃপঃ I গ র ম । গ -া -া I প -া -া ।
ম • ন • ম ধু পে • • খাও য়া ও না • • নি • ত্য

। -া -া -া I -া -া -া । -া -া -া I -া -া ধ । পঃধঃ -ন -া I
স ভা • ব সে • তো মা র প্রা • ঙ্ গে • • •

I -ধ -া -নঃধঃ | -প -া -া I -া -া ন | ধ -া নঃধঃ I পঃধঃ -া ণ্‌ I
০ ০ ০ ০০ ০ তো মার ফু ০ লো বে লে ই ০ স ০ তা র

| প -া -া I ম -া র | গ -া -া II
কে ন ০ গাও হা ও ০ মা ০ ০

II গ -া -া | প -া ধ I -া র্স -া | -া -া -া I -া ন র্র |
বি ০ ষ ক ম ল ফো টে ০ ক্র ন্দ ন দু র ব

| র্স -া -া I -া -া -া | -া -া -া I -া নঃর্স র্র | -া র্সর্র -র্স I
লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ সে যে তো মা ০ র সু খে ০ ০

I র্র -া -া | র্স ন র্স I ধ -া র্স | ন -া -র্সনঃ I -ধ -া -নঃধঃ |
দু খ দু লো চা র উ ন্ম ন সে ০ ০০ ০ ০ ০ ০০

| -প -া -া I -া -া ধ | র্স -া -া I র্র র্স র্স | ন ধ -নঃধঃ I
০ ০ ০ আ মা র চি ০ র জ ন ম চি রে ০০

I প র্স ন | ধ -া -নঃধঃ I -প -া -া | -া গ -া I -া -া -া |
সে ই র সে ০ ০০ ০ ০ ০ ০ কে ন তো মা র

| -া -া -া I -া -া ম | গ র -গঃরঃ I স -া র | গ -া -া II
গা নে ০ নি ০ ত্য চাও যা ০ ০ চাও যা ও মা ০ ০

II স -া -া | -া -া -া I -া -া -া | -া -া -স্‌ I স্‌গঃসঃ র্‌ -া |
আ কা ০ শে র্থা র র বি ০ তা রা ০ ই ০ ন্দ্র

| স -া -া I -া -া -া | -া -া -া I -া সঃগঃ র | -া -া -া I
জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ তো মার বি রা ০ ট হা রা ০

I -া সঃরঃ -প | -া -া ম্রঃগঃ I র গ র | স -া -া I প -া -া |
০ ন দী ০ ০ ধা রা র ০ সি ন্ধু তে ০ ০ ছে দ নি

| -া -া -া I -া -া -া | ম-প -া I -া ম প | ধ -া -নঃধঃ I
ঝ রে ০ সু ধা ০ সা গ র সং ন্দ গা সে ০ ০০

I -প -া -া | -া গ -া I -া -া -া | -া -া -া I -া -া ম |
০ ০ ০ ০ আ মার জী ব ন ধা রা ০ নি ০ ত্য

| গ র -গরঃ I স -া র | গ -া -া II
কে ন ০০ চাও যা ও মা ০ ০

II গ -া -া।	প -া ধ I	-া র্স -া।	-া -া -া I	-া ন -র্র।
পা খী র	ক ণ্ ঠে	আ প্ নি	জা গা ও	আ ন •
। র্স -া -া I	-া -া -া।	-া -া -া I	-া নঃর্সঃ -র্র।	-া -র্স -া I
ন্দ • •	• • •	• তু মি	ফু লে • র	ব • ক্ষে
I র্র -া -া।	র্স র -া I	ধ -া র্স।	ন -া -র্সঃনঃ I	-ধ -া -নঃধঃ।
ভ রি •	য়া দা ও	সু গ ন্	ধ • • •	• • • •
। -প -া -া I	-া -া ধ।	র্স -া -া।	র্র র্স -া।	ম ধ মঃধঃ I
• • •	তে ম নি	ক রে •	আ মা র	হৃ দ য় •
I প -র্স ন।	ধ -া -নঃধঃ I	-প -া -া।	-া গ -া I	-া -া -া।
ভি • ক্ষু	রে • • •	• • •	• কে ন	দ্বা রে •
। -া -া -া I	-া -া ম।	গ র গঃরঃ I	স -া র।	গ -া -া II II
তো মা র	নি • ত্য	প্র সা দ •	পাও য়া ও	না • •

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭ই পৌষের উপদেশ।

প্রাতঃকালের উপদেশ।

আমাদের আশ্রমের উৎসবের ভিতরকার তত্ত্বটি কি তাই আজ আমাদের স্থির করে বোঝবার দিন। যে মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তাঁরি দীক্ষাদিনের সাম্বৎসরিক। আজকের এই উৎসবটি তাঁর জন্মদিনের বা মৃত্যুদিনের উৎসব নয়। তাঁর দীক্ষাদিনের উৎসব। তাঁর এই দীক্ষার কথাই এই আশ্রমের ভিতরকার কথা।

তোমরা জান যে এক সময়ে যখন তিনি যৌবন বয়সে বিলাসের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হচ্ছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর অন্তরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হ'ল। সেই বেদনার আঘাতে চারিদিক থেকে আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল। যে সত্যের জন্যে তাঁর হৃদয় লালায়িত হ'ল তাকে তিনি কোথায় পাবেন, তাকে কেমন করে পাবেন এই ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ তার চারিদিকে যে সকল অভ্যাস রয়েছে, যে সব প্রথা চিরকাল চলে আসছে তারি মধ্যে বেশ আরামে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরে যে সত্য রয়েছে তা তার অন্তরে জাগ্রত না হয় ততক্ষণ তার এই বেদনাবোধ থাকে না। যেমন যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন ছোট খাঁচায় ঘুমলেও কষ্ট হয় না, কিন্তু জেগে উঠলে আর সেই খাঁচার মধ্যে থাকতে পারি না। তখন সঙ্কীর্ণ জায়গাতে আর আমাদের কুলোয় না। ধনমান যখন আমাদের বেষ্টন করে থাকে তখন তো আমাদের কোন অভাব বোধ হয় না। আমরা সংসারে বেশ আরামে আছি এই মনে করেই নিশ্চিন্ত থাকি। শুধু ধনমান কেন, পুরুষানুক্রমে যে সব বিধি ব্যবস্থা আচার বিচার চলে আসছে তার মধ্যেও নিবিষ্ট থাকলে মনে হয়, এ বেশ—আর নতুন ক'রে কোন চিন্তা বা চেষ্টা করবার দরকার নেই। কিন্তু একবার যথার্থ সত্যের পিপাসা জাগ্রত হলে দেখতে পাই যে সংসারই মানুষের শেষ জায়গা নয়। আমরা যে ধুলোয় জন্মে ধুলোর শিশু তা নয়। জীবন মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড় আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উদ্বোধিত হ'লে ব'লে ওঠে—"কি হবে আমার এই চিরকালের অভ্যাস নিয়ে আচার নিয়ে, এতো আমার নয়। এতে আরাম আছে, এতে কোন ভাবনা চিন্তা নাই, এতেই সংসার চলে যাচ্ছে তা জানি। কিন্তু এ আমার নয়।" সংসারের পনেরো আনা লোক যেমন ধনমানে বেষ্টিত হ'য়ে সন্তুষ্ট হ'য়ে আছে, তেমনি যে সমস্ত আচারবিচার চলে আসছে তারো